দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 4.11.77 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... ৪ ...

বাংলায় উচ্চতর বিজ্ঞানের ২৫টি পাণ্ডুলিপি

(স্টাফ রিপোর্টার)

পিজি হাসপাতালের রোগশয্যা থেকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ খুদা আবার ফিরে গেলেন ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোডের বাড়িতে। আপন শয়ন কক্ষের পালঙ্কে শায়িত। সাদা কাফনে আচ্ছাদিত। লোবান, কর্পূরের গন্ধে শান্ত সমাহিত পরিবেশ।

ডঃ কুদরত-ই-খুদা ডিএসসি; ডিআইসি, ডিওসিপিআরএম-এর মৃতদেহের পাশে বসে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত চলছে। কলেমা শাহাদাত আর পবিত্র গ্রন্থের পবিত্র শব্দের ধ্বনি। পাশের কক্ষে বিলাপ, রোনাজারি।

লাশের অদূরে বসে কয়েকজন মহিলা বাংলায় কোরান তেলাওয়াত করছেন। ডঃ খুদার অনূদিত এই কোরান শরীফ। গোটা বাংলা ডঃ

(৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

পাণ্ডুলিপি

(১ম পৃঃ পর)

খুদা আরবী মূলগ্রন্থ থেকে বাংলায় কোরান মজিদ অনুবাদ করেন। তিনিই হচ্ছেন একমাত্র আল-কোরানের বিজ্ঞানী অনুবাদক।

কথা হচ্ছিল ডঃ খুদার নিকট আত্মীয় ফার্মাসিস্ট জনাব আতা-ই-মওলার সাথে। এমন সময় জনৈক আলোকচিত্র গ্রাহক এসে ডঃ খুদার লাশের ছবি নিতে চাইলেন। পাশেই ছিলেন পিতৃ শোকে মুহ্যমান ডঃ মনজুরে খুদা। মরহুম খুদার ছোট ছেলে। বললেন: আব্বার ছবি আপনারা কাফনে আবৃত অবস্থায় নেবেন। কাফন অনাবৃত মুখ এমন কোন ছবি দয়া করে তুলবেন না।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে ডঃ খুদার পাঠকক্ষে তখনও আলো জ্বলছে। এই ঘরে বসেই তিনি রসায়ন শাস্ত্রের তথা বিজ্ঞানের জটিল সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন। চিন্তা করেছেন কিভাবে দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার প্রসার ঘটানো যায়। র‍্যাকে তাকে, সেলফে বইয়ের পর বই। স্তূপাকার। বই-য়ের ভুবনে বসে ডঃ খুদা জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন। এখনও যে চেয়ারে বসে ডঃ খুদা পড়াশুনা করতেন—তার হাতলে একটি তোয়ালে ঝুলছে। মনে হয় যেন খানিক আগে পাঠকক্ষ ছেড়ে উঠে গেছেন।

ডঃ খুদাই ছিলেন এদেশে বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার পুরোধা। বাংলায় তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্যে প্রচুর বই, গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন। পঁচিশটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে উচ্চ-শিক্ষা সংক্রান্ত বাংলা বিজ্ঞান বই-য়ের। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য-বইয়ের বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। দুই শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে ডঃ খুদার। জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটানোর চিন্তা ও কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে তাঁকে এই জন্য মহান একুশের পদকে সম্মানিত করা হয়।